দক্ষতা উন্নয়ন সংবাদ পরিক্রমা

এনএসডিসি সচিবালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

জুলাই ২০১৬

বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস উদযাপন

সারা বিশ্বের যুব সমাজের দক্ষতা উন্নয়নে তাদেরকে কর্মক্ষম করার জন্য সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে জাতিসংঘ ১৫ জুলাইকে ২০১৫ সাল থেকে বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস (World Youth Skills Day) রূপে ঘোষনা দিয়েছেন। ২০৩০ সাল নাগাদ প্রস্তাবিত Sustainable Development GOALS (SDGS) এর দুটি মূল উদ্দেশ্য যথা- (১) শিক্ষা এবং (২) চাকুরীর জন্য দক্ষতা অর্জন সকলের জন্য নিশ্চিত করা এবং এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে World Youth Skills Day পালিত হচ্ছে। জাতিসংঘের এ ঘোষনার প্রেক্ষিতে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ সচিবালয় (এনএসডিসিএস) যা বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়নের সর্বোচ্চ সেক্টর/ এপেক্স বডি রূপে দক্ষতা সংক্রান্ত সকল ব্যাপারে তদারকি করে থাকে, গত ১৫ জুলাই ২০১৬ তারিখে বিকাল ৩.০০টায় নিজস্ব অফিস প্রাঙ্গনে এবং সম্মেলন কক্ষে এ দিবসটি উদ্‌যাপন করে। অত্র অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মুজিবুল হক, এমপি; বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব মিকাইল শিপার, সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং জনাব এ এস মাহমুদ, সচিব (ভারপ্রাপ্ত), শিক্ষা মন্ত্রণালয়। পবিত্র কোরআন তেলওয়াতের মাধ্যমে এ দিবসটি উদযাপনের অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত মন্ত্রণালয়, দপ্তর, অধিদপ্তর, পরিদপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ, আইএসসি, এনজিওসমূহ, আইএলও, বিশ্বব্যাংক, ইউনেস্কো, KOICA, GIZ, SDC, বিভিন্ন টিটিসি, টিএসসি, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের এর প্রতিনিধিগণ স্ব স্ব পরিচয় এবং প্রতিষ্ঠানের নাম বলেন।

চিত্র ১: এনএসডিসি সচিবালয় কর্তৃক বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক বক্তব্য প্রদান করছেন।

জনাব এ বি এম খোরশেদ আলম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, এনএসডিসি সচিবালয় সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন যে, এনএসডিসি সচিবালয় দক্ষতা উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য কর্মক্ষম যুব সমাজের জন্য এ দিবসটি উৎসর্গ করা হয়েছে এবং আমরা খুবই ভাগ্যবান যে, দক্ষতা সংক্রান্ত বিষয়টি আর্ন্তজাতিকভাবে উদ্‌যাপনের একটি দিবস পেয়েছি।

চিত্র ২: বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বক্তব্য রাখছেন শিক্ষাসচিব (দায়িত্বপ্রাপ্ত) জনাব এ এস মাহমুদ।

দক্ষতা উন্নয়নে যুব সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের গুরুত্ব অনুধাবন করে ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে শ্রীলংকা এ দিবসটি পালনের ব্যাপারে তাদের প্রস্তাবনা পেশ করে। বিগত ২০১৫ সালে সর্বপ্রথম এ দিবসটি পালনের ব্যাপারে জাতিসংঘ কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সেই সময় এনএসডিসি সচিবালয়ের অফিস স্থানান্তরের কারণে অনাড়ম্বরপূর্ণ ভাবে দিবসটি পালন করা হয়। এ গুরুত্বপূর্ণ দিবসটি উদ্‌যাপনে সভাপতি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সরাসরি হস্তক্ষেপ কামনা করেন এবং আশা করেন যে আরও বৃহৎ পরিসরে অদূর ভবিষ্যতে এ দিবসটি পালিত হবে।

এই সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য

- বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস ২০১৬ উদযাপন;
- আন্তর্জাতিক BPO Summit ২০১৬ অনুষ্ঠিত;
- গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক পরিচালিত ইন্দোনেশিয়ায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শণে অংশগ্রহণ;
- অস্ট্রেলিয়া সরকার কর্তৃক আয়োজিত “Certificate IV on Training and Assessment Phase-I” এ অংশগ্রহণ;
- নেপালের ভক্তপুরে অনুষ্ঠিত ৭ দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ;
- International Oranization for Migration (IOM) কর্তৃক আয়োজিত Developing Action Plan for Implementation NSDP-2011 (Chapter-18), Phase-2 শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত;
- ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আয়োজিত Budget Support and Policy Dialogue শীর্ষক ৫ (পাঁচ) দিনব্যাপি tailored seminar এ অংশগ্রহণ;

আইএলও এর পরামর্শক জনাব মানস ভট্টাচার্য উল্লেখ করেন যে, আইএলও এর কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব শ্রীনিবাস এ মূহুর্তে দেশের বাইরে থাকায় তিনি তার বদলে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আইএলও এর B-SEP প্রকল্পের এবং টিভিইটি রিফর্ম প্রকল্প দ্বারা এদেশের যুব সম্প্রদায়ের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় ক্যারিকুল্যাম উন্নয়নের সাথে সাথে সেখানকার ছাত্র ছাত্রীদের এবং

চিত্র ৩: আইএলও এর পরামর্শক জনাব মানস ভট্টাচার্য যুব সমাজের দক্ষতা উন্নয়ন সর্ম্পকে বক্তব্য প্রদান করছেন।

প্রশিক্ষকদের আইসিটি সম্পর্কিত জ্ঞান বৃদ্ধিকরণ, Communication Skills, টীম ওর্য়াক, লিডারশীপ ইত্যাদি গঠনে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে। যুবকদের দক্ষতা উন্নয়নের উপদানরূপে বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়নের প্রোগ্রাম, গৃহীত ব্যবস্থা পরিবীক্ষণ, চাকুরি বাজারের সাথে লিংকেজ তৈরি ইত্যাদি ব্যাপারে আইএলও কে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে।

ইনষ্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব আব্দুল হামিদ সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন যে, বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস পালন করা জাতিসংঘ কতৃর্ক গৃহীত একটি ইতিবাচক উদ্যোগ যা প্রতিটি দেশের নাগরিকদের তাদের যুব সমাজের দক্ষতা উন্নয়নের ব্যাপারে সচেতন করবে। তিনি আরও বলেন যে, আমাদের দেশে সারা বছর অনেক দিবস পালন করা হয়, যেমন: বাবা দিবস, মা দিবস ইত্যাদি; কিন্তু আইসিটি দিবস বা এই নামের মত কোন দিবস নেই। সঠিক ও দক্ষ শ্রমিকের মূল্যায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখনও অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নে কাজ করছে কিন্তু তারা সেই দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট আন্তরিক কিনা তা পরিবীক্ষণের বা নিরূপনের জন্য সরকার এনএসডিসি সচিবালয়ের মাধ্যমে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

টুর্য়িজম ও হসপিটালিটি আইএসসির চেয়ারম্যান জনাব এ কে এম বারী উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ বলেন যে, দক্ষতার অভাবে জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে এবং দেশে কর্মক্ষম যুব সমাজের দক্ষতা উন্নয়ন জাতির অর্থনীতিকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

তিনি উল্লেখ করেন যে, ২০১৩ সালে টুর্য়িজম ও হসপিটালিটি আইএসসির কারিক্যুলাম গঠনকল্পে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় শিল্পখাত ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিগণ ৪টি অক্যুপেশন নির্বাচন করেন যা হলো- কুক, হাউজ কিপিং, ফুড এন্ড বেভারেজ এবং ট্যুর গাইড। নির্বাচিত এ ৪টি অক্যুপেশনের স্ট্যান্ডার্ড, কারিক্যুলাম এবং লার্নিং ম্যাটেরিয়ালসমূহ NTVQF অনুযায়ী বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, আইএলও এর সহায়তায় গঠন করা হয়।

চিত্র ৪: এনএসডিসি সচিবালয় কর্তৃক বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের আগত অতিথিবৃন্দ।

এ পর্যন্ত প্রায় ৩০০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী প্রশিক্ষণ সমাপ্তিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিসরূপে সংযুক্ত রয়েছেন এবং শিক্ষানবিসকালীন সময় অতিক্রান্তের পর তারা একই প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী পদে চাকুরী লাভ করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

গণসাক্ষরতা অভিযানের উপপরিচালক জনাব তপন কুমার দাশ উল্লেখ করেন যে, বিগত বছর গণসাক্ষরতা অভিযানের উদ্যোগে সারা দেশে শিক্ষা সপ্তাহ এবং সাক্ষরতা দিবস পালিত হয় যার প্রচারণা ও পর্যবেক্ষনের জন্য বিশ্ব রেকর্ডের 'গিনিস বুক' এ CAMPE এর নাম নিবন্ধিত আছে। বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস উদযাপনের উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং আগামী বছর বৃহৎ পরিসরে সারাদেশে এ দিবসটি উদযাপনের প্রচারণা ও পর্যবেক্ষনের জন্য গণসাক্ষরতা অভিযান এনএসডিসি সচিবালয়ের সাথে একযোগে কাজ করে যাবে।

ইউনেস্কো এর প্রতিনিধি জনাব এম শহিদুল ইসলাম উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, জাতিসংঘের মহাসচিব জনাব বান কি মুন এ গুরুত্বপূর্ণ দিবসে বিগত বছরের বিশ্ব যুব প্রতিবেদন ২০১৫ উদ্বোধন করবেন। তিনি প্রবাসী শ্রমশক্তির দক্ষতা উন্নয়নের ব্যাপারে এনএসডিসি সচিবালয় এবং তার সহযোগী সংস্থা সমূহকে শক্তিশালী ভূমিকা রাখার জন্য অনুরোধ করেন। এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অত্র প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরীর সংগ্রহ সমৃদ্ধকরণের লক্ষ্যে ইউনেস্কো প্রতিনিধিকে তাদের বই ও প্রকাশনার মত সম্পদ সমূহ দিয়ে সম্ভাব্য সহযোগিতা প্রদান করতে অনুরোধ জানান।

চিত্র ৫: বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বক্তব্য রাখছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর সচিব জনাব মিকাইল শিপার।

চিত্র ৬: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবসের র‍্যালি অনুষ্ঠিত।

বিএমইটির পরিচালক জনাব খলিলুর রহমান উল্লেখ করেন যে, তার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ২.৫ লক্ষ প্রশিক্ষণার্থীদের ৪৮টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রায় ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার কর্মী এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিদেশ গিয়েছে এবং তাদের দ্বারা ১৫ বিলিয়ন বৈদেশিক মুদ্রা রেমিটেন্স এসেছে। দেশের যুব সমাজকে দক্ষ শ্রমশক্তিতে রূপান্তর করতে বিএমইটি এনএসডিসি সচিবালয়ের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইসিএনএসডিসি এর সদস্য জনাব লায়লা রহমান কবির মন্তব্য করেন যে, বিগত দশকে দেশের জনবলের দক্ষতা উন্নয়নে মন্ত্রণালয়, সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগকে অসম্ভব মনে হলেও এনএসডিসি সচিবালয়ের ছত্রছায়ায় তার সমন্বয় ঘটেছে।

ইসিএনএসডিসি এর কো-চেয়ারপার্সন জনাব সালাহউদ্দিন কাশেম খান বলেন, প্রতি বছর দেশে ২০ লক্ষ যুবক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রবেশের উপযোগী হয় এবং এদের দেশে ও প্রবাসে কর্মসংস্থানের জন্য চাকুরীর ক্ষেত্র তৈরি ও তাদের দক্ষতা উন্নয়ন জরুরী। সম্প্রতি সরকার সারা দেশে প্রায় ১০০ অর্থনৈতিক জোন তৈরির ঘোষণা দিয়েছে যাতে প্রায় ১০ মিলিয়ন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। যুব সমাজের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে তাদেরকে কারখানা মিড-লেভেল সুপারভাইজার থেকে শুরু করে যেন প্রধান নির্বাহী পর্যন্ত পদে অধীষ্ঠ করা যায় সেভাবে প্রশিক্ষিত করা জরুরী। প্রতি বছর গামেন্টেসের মহা-ব্যবস্থাপক পদে অধীষ্ঠ ভারতীয়, চীন ইত্যাদি দেশের নাগরিকগণ দেশের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার এ দেশ থেকে আয় করে। বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন এবং এনএসডিসি সচিবালয়ের যৌথ উদ্যোগে এ বছর ডিসেম্বর মাসে 'Skills Summit 2016' অনুষ্ঠিত হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। বিশ্বব্যাংকের পরিচালক জনাব মোখলেছুর রহমান বলেন যে, বিশ্বের তরুণদের দক্ষতা দিবসের এই উদ্যোগের মাধ্যমে খুবই উৎসাহিত করা হচ্ছে এবং তিনি এর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। বিশ্বব্যাংক দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে চেষ্টা করছে এবং এ লক্ষ্যে ৪৬টি প্রকল্প চলমান। ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য অর্জনে দক্ষতা উন্নয়নখাতে প্রচুর উদ্যেগ নেয়া প্রয়োজন। জাতিসংঘের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে সারা বিশ্বে ৩ ভাগের ২ ভাগ জনসংখ্যা যুবক। যদি এই যুব সমাজকে কাজে ফেরানো না যায় তবে সমাজ ও অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব এ এস মাহমুদ উল্লেখ করেন যে অনেক বাধা-বিপত্তি ও সীমাবদ্ধতার মধ্যেও দক্ষতা উন্নয়ন ও কাজের সুযোগ তৈরী করা, সামাজিক মূল্যবোধ শেখানো এবং যুব সমাজ যাতে লাইনচ্যুত না হয়, সেজন্য প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস পালনের উদ্যোগটি সফল করতে এবং সম্মিলিতভাবে তা এগিয়ে নিতে হবে। আগামী বছর থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় যা দক্ষতা উন্নয়নের কাজের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ পথ এসেছে এবং এগিয়ে যাচ্ছে এনএসডিসি সচিবালয়ের সাথে একযোগে এই উদ্যোগ সফলভাবে পালন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মিকাইল শিপার মন্তব্য করেন যে, বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে ২টি লক্ষ্যবস্তু নিয়ে কাজ করছে, ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান চালিকাশক্তি হবে দক্ষ জনশক্তি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ প্রনয়ণ করা হয় এবং এ নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১ম পর্যায়ের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং ২য় পর্যায়ের কর্মপরিকল্পনার প্রক্রিয়া চলছে। দক্ষতার চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যের ব্যবধান এখন অনেকাংশে কমিয়ে আনা হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে বাংলাদেশ এখন দক্ষ জনশক্তি রপ্তানিকারকে পরিণত হচ্ছে। দক্ষতা সমস্যাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত এবং এ ব্যাপারে তিনি আশাবাদী।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জনাব মুজিবুল হক বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশ ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে একটি রোল মডেল। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সব সূচকে আমদের উন্নতি ঘটেছে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই পরিস্থিতি পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। দক্ষতা উন্নয়নের

ক্ষেত্রেও তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন এবং এ পথ চলায় সকলকে সক্রিয় অংশগ্রহনের আহবান করেন।

এনএসডিসি সচিবালয় কর্তৃক এ দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরে একটি নিজস্ব প্রকাশনা, 'বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস-২০১৬' এর লোগো সহ ছাপানো স্বল্প সংখ্যক টি-শার্ট ইত্যাদি উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। সভা শেষে এনএসডিসি সচিবালয়ের কম্পাউন্ডের ভিতরে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে একটি র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্র ৭: এনএসডিসি সচিবালয় কর্তৃক বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের আগত অতিথিবৃন্দ।

BPO Summit 2016

গত ২৮ জুলাই, ২০১৬ তারিখে ঢাকার প্যান পাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক BPO Summit ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ BPO Summit উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন এবং আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলক উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন।

চিত্র ৮: ঢাকাস্থ প্যান পাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক BPO Summit ২০১৬ অনুষ্ঠিত ।

দুইদিনব্যাপি অনুষ্ঠিত এ সামিটে মধ্যহ্ন ভোজের পর সেশন ও কর্মশালা সম্পন্ন হয়। সামিটের প্রথম দিনের ইয়ুথ সেশন ১ এর ক্যারিয়ার সেশনে এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। এ সামিটের উল্লেখযোগ্য সেশন সমূহের মধ্যে BPO Government Process Outsourcing : Global best practices, Big Data analysis for new horizon in business intelligence, Mainstreaming vocational education: A pathway to create employment opportunity for youth ইত্যাদি।

ইন্দোনেশিয়ায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শণ

বিগত ২৫-২৯ জুন গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক আয়োজিত ইন্দোনেশিয়ায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে বাংলাদেশের ১২ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। এনএসডিসি সচিবালয়ের পরিচালক জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শণে অংশগ্রহন করেন। উক্ত প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল ইন্দোনেশিয়ার টিভিইটি ও ভোকেশনাল সেক্টর সর্ম্পকিত অভিজ্ঞতা অর্জন করে বাংলাদেশের টিভিইটি সেক্টরের উন্নয়নের জন্য পরামর্শ প্রদান করা।

চিত্র ৯: ইন্দোনেশিয়ার পার্লামেন্টের সদস্য গণের সাথে সফররত বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের সাথে এনএসডিসি সচিবালয়ের পরিচালক জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম।

ইন্দোনেশিয়ার বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট দপ্তর, অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ এ সফরের প্রথম দিনে সেই দেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সকলকে স্বাগত জানান। উক্ত প্রতিনিধিদল পরিদর্শণের অংশ হিসেবে ইন্দোনেশিয়ায় অবস্থিত SMK Mitra Industri MM 2100, BANGUNAN, BBPLK BEKASI, FPBK ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শণ করেন। তাছাড়া ইন্দোনেশিয়ার পার্লামেন্টের দুজন সদস্য এর সাথে উক্ত প্রতিনিধিদলের সভা অনুষ্ঠিত হয়। SMK Mitra Industri MM 2100 নামক কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সকল ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অধ্যক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের মনোরম কুচকাওয়াজের

মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে সফররত প্রতিনিধিদলকে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাগত জানান। ইন্দোনেশিয়ার সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা- সাধারণ শিক্ষা এবং প্রতিষ্ঠান বর্হিভূত শিক্ষা।

ইন্দোনেশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা

সাধারণ শিক্ষা | প্রতিষ্ঠান বর্হিভূত শিক্ষা

১) প্রারম্ভিক বাল্য শিক্ষা (৬-৭ বছর বয়সী) অনানুষ্ঠানিক উপানুষ্ঠানিক
২) মূল শিক্ষা (৭-১৫ বছর বয়সী)
৩) মাধ্যমিক শিক্ষা (১৬-১৮ বছর বয়সী)
৪) উচ্চ শিক্ষা

তাছাড়া টিভিই ইন্দোনেশিয়ার সেক্টরে ৯টি কারিক্যুলার স্পেকট্রাম রয়েছে, যথা:

১. টেকনোলজি ও ইঞ্জিনিয়ারিং
২. আইটি ও টেলিকমিউনিকেশন
৩. স্বাস্থ্য
৪. এগ্রিবিজনেস ও ফুডস ট্যুরিস্যম
৫. ফিশারিজ ও মেইনটেনেন্স
৬. বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন
৭. আর্টস এন্ড ক্রাফটস
৮. পারফরমেন্স আর্ট

চিত্র ১০: ইন্দোনেশিয়ার SMK Mitra Industri MM 2100 নামক কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের সাথে সফররত বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল ক্লাসরুম পরিদর্শণ।

অস্ট্রেলিয়া সরকার কর্তৃক আয়োজিত "Certificate IV on Training and Assessment Phase-I" এ অংশগ্রহন

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় দক্ষতা মান ও যোগ্যতা কাঠামো NTVQF ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে চালু করা হয়েছে। উক্ত জাতীয় দক্ষতা মান ও যোগ্যতা কাঠামো NTVQF এর বিস্তৃতির জন্য Certified Trainer Ges Assesor এর অত্যন্ত প্রয়োজন। এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের সুপারিশের ভিত্তিতে অস্ট্রেলিয়া সরকার কর্তৃক আয়োজিত "Certificate IV on Training and Assessment Phase-I" এর আয়োজন করা হয়। বিগত মার্চ মাস থেকে জুন মাস পর্যন্ত তিনটি পর্যায়ে এ প্রশিক্ষণ কোর্সটি সম্পন্ন হয়। এনএসডিসি সচিবালয়ের উপপরিচালক (কর্মসূচি-১) জনাব মোঃ কামরুজ্জামান উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ কোর্সটি নিম্নলিখিত তিনটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়, যথা-

Phase-1 (in Bangladesh)- Online Tutorial and Forum
Phase-2 (in Australia)- Language, Literacy and Numeracy unit
Phase-3 (in Bangladesh)- Major Delivery assessment component

চিত্র ১১ঃ অস্ট্রেলিয়াতে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় এনএসডিসি সচিবালয়ের উপপরিচালক (কর্মসূচি-১) জনাব মোঃ কামরুজ্জামান অংশগ্রহণ করেন।

গত ৬ মে থেকে ২০ মে পর্যন্ত উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের দ্বিতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের নিমিত্তে জনাব মোঃ কামরুজ্জামান ২০ জন প্রশিক্ষণার্থীর টিম লিডার হিসেবে অস্ট্রেলিয়া গমন করেন। বিগত ২৮ মার্চ থেকে উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের অন-লাইন ইউনিটসমূহ সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করেন। উক্ত কোর্সের তৃতীয় পর্যায় আগামী জুন মাসে বাংলাদেশে সম্পন্ন হবে এবং কোর্স সমাপ্তিতে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।

নেপালের ভক্তপুরে প্রশিক্ষণ কর্মশালায়

সুদক্ষ প্রকল্পের অর্থায়নে গত ১৭ মে থেকে ২১ মে ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত সরকারি কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নেপালের ভক্তপুরে অনুষ্ঠিত ৭ দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সচিব জনাব মোঃ নায়েব আলী মন্ডলের নেতৃত্বে চার সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদল প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এনএসডিসি সচিবালয়ের উপপরিচালক (দায়িত্বপ্রাপ্ত) জনাব শুভ্রা রায় উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল নেপালের টিভিইটি সেক্টর সম্পর্কিত তথ্য আহরণ ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে বাংলাদেশের টিভিইটি সেক্টরের উন্নয়নের জন্য পরামর্শ প্রদান করা। উক্ত প্রতিনিধিদল প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে নেপালের কাঠমুন্ডতে অবস্থিত Technical Institute and Training Center (TITI), Curriculum Development Division, National Testing Board, National Qualification System Framework Project পরিদর্শন করেন। তাছাড়াও তানাহাওতে অবস্থিত Rural Training Center, পোখরাতে অবস্থিত একটি সরকারি এবং একটি বেসরকারি ট্যুরিজম ও হোটেল ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। প্রশিক্ষণের ৭ম দিনে একটি কুইজ পরীক্ষা শেষে সকলকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

চিত্র ১২: নেপালের ভক্তপুরে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের সাথে এনএসডিসি সচিবালয়ের উপপরিচালক জনাব শুভ্রা রায়।

নেপালের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ CTEVT নামক একটি একক প্রতিষ্ঠানের ছায়াতলে কার্যক্রম পরিচালনা করে, Curriculum Development Division প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে কারিক্যুলার উন্নয়ন সাধন করে এবং প্রস্তাবিত কারিক্যুলার পরীক্ষণের নিমিত্তে National Testing Board এ প্রেরণ করে। বাংলাদেশের টিভিইটি সেক্টরের কারিক্যুলার উন্নয়নসাধন, এসেসর তৈরি, সার্টিফিকেট প্রদান ইত্যাদি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অথবা কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে একীভূত করলে টিভিইটি সেক্টরের তড়িৎ উন্নয়ন সাধন হবে বলে সফরকারী দল আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

International Organization for Migration (IOM) এর আয়োজনে এনএসডিসি সচিবালয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

১৫ মে ২০১৬ তারিখে সকাল ১০.০০টায় এনএসডিসি সচিবালয়ের সম্মেলন কক্ষে International Oranization for Migration (IOM) কর্তৃক আয়োজিত Developing Action Plan for Implementation NSDP-2011 (Chapter-18), Phase-2 শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

কর্মশালার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন IOM এর চীফ (মিশন) জনাব শরৎ দাশ। এরপর সভাপতি বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়নে এনএসডি-সি সচিবালয়ের ভূমিকা সর্ম্পকে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন। IOM এর কনস্যালটেন্ট জনাব জিওফ ক্যারল Maximizing the Potential of Labor Migration Through Skills Development and Accreditation শীর্ষক স্লাইড উপস্থাপন করেন। IOM এর Skills Development Project Coordinator জনাব এম এইচ তানসেন কর্মশালার উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করে উপস্থিত সকলকে ৩টি ভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করেন এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ এর ১৮ নং চ্যাপ্টার সকলকে প্রদান করেন এবং এক্ষেত্রে বিদ্যমান গ্যাপসমূহ নির্ধারণ করে, সরবরাহকৃত প্রশ্নের উত্তর এবং উপস্থাপনের বিষয়টি অবহিত করেন।

চিত্র ১৩: IOM কর্তৃক আয়োজিত কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করছেন IOM এর চীফ (মিশন) জনাব শরৎ দাশ।

উপস্থিত সকলে ৩টি ভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে তথ্যবহুল সম্ভাব্য সমাধান প্রদান করেন এবং উপস্থাপন করেন। কর্মশালা শেষে সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদজ্ঞাপন করে এবং প্রাপ্ত তথ্যসমূহ এনএসডিসি সচিবালয়ের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য বেশ উপযোগী বলে মন্তব্য প্রকাশ করেন।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পলিসি ডায়ালগ বিষয়ক ট্রেনিং এ অংশগ্রহণ

১৭ এপ্রিল থেকে ২১ এপ্রিল ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আয়োজিত Budget Support and Policy Dialogue শীর্ষক ৫ দিনব্যাপি tailored seminar ঢাকার গুলশানের Hotel Amari তে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারের উদ্বোধনী দিনে অংশগ্রহণ করেন এনএসডিসি সচিবালয়ের পরিচালক (কর্মসূচি) জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম এবং গবেষণা কর্মকর্তা জনাব নাহিদ আখতার শান্তা। সেমিনারের প্রথম দিনের প্রথম সেশনে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এর প্রতিনিধি জনাব জেরোম Policy Dialogue in Development Co-operation শীর্ষক সেশন পরিচালনা করেন। উক্ত সেশনে তিনি ডায়াগ্রামের মাধ্যমে Policy Failure Map প্রদর্শণ করেন এবং উল্লেখ করেন যে, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ফ্যাসিলিটেটররূপে কোন দেশের পলিসি বাস্তবায়নে মধ্যস্থতাকারীরূপে

ভূমিকা পালন করে থাকে, পলিসি বাস্তবায়নের ম্যান্ডেট পালন করে, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে থাকে এবং প্রয়োজনে কোন সমস্যা সমাধানে কোন প্রক্রিয়া বা ডিজাইন তৈরির ও তা অনুসরণের উপদেশ দেয়। তিনি আফ্রিকা মহাদেশের একটি নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ বুরকিনা ফাসো এর ট্রান্সপোর্ট সেক্টরের সমস্যা সমাধানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের তত্ত্বাবধানে কিভাবে জাতীয় পর্যায়ে পলিসি ডায়ালগ অনুষ্ঠিত হয়েছে তার একটি বিশদ ভিডিও ক্লিপ প্রদর্শণ করেন এবং তা সম্পর্কিত প্রশ্ন করেন।

চিত্র ১৪: ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আয়োজিত Budget Support and Policy Dialogue শীর্ষক সেমিনারে উট প্রতিনিধি বক্তব্য প্রদান করছেন।

সেইসাথে তিনি বাংলাদেশে পলিসি বাস্তবায়নের পূর্বে কোন পলিসি ডায়ালগ বা সেইরূপ কোন আলোচনা হয় কিনা তার সার্বিক চিত্র জানতে চান। উক্ত প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব প্রমুখেরা দেশের পলিসি বাস্তবায়নে যেমন- জাতীয় শিক্ষানীতি, শ্রমনীতি ইত্যাদি বাস্তবায়নের সার্বিক চিত্র সংক্ষেপে তুলে ধরেন। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন দুই ধরনের Budget Support করে থাকে, যথা-

I. General Budget Support
II. Sectoral Budget Support

তবে কোন দেশের পলিসি বাস্তবায়নে বাজেট সার্পোটের পূর্বে EU নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর উপর গুরত্ব প্রদান করে থাকে-

I. Microeconomic Stability
II. Finance Stability
III. Sector Policy
IV. Transperancy/Accountibility
V. Public Fund Management (PFM)

তবে কোন দেশের পলিসি বাস্তবায়নে বাজেট সার্পোটের পূর্বে EU সেই দেশের Risk management framework (RMF) পর্যবেক্ষণ করে থাকে।

Budget Support = Policy Dialogue + Capacity Building + Funds + Performance

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আয়োজিত Budget Support and Policy Dialogue শীর্ষক ৫ দিনব্যাপি সেমিনারে দ্বিতীয় দিন থেকে ৫ম দিন পর্যন্ত Policy Dialogue Game ৩টি ভিন্ন গ্রুপে সম্পন্ন হয়। এই Game এর মূল উদ্দেশ্য ড্রাফট বাজেট সার্পোটি ডিজাইন করা এবং তা বাস্তবায়নের পথনির্দেশিকা প্রদান করা। সেমিনারে অংশগ্রহনকারী সরকারি, বেসরকারি ও EU প্রতিনিধিদের ৩টি ভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করা হয়, যথা-

1. EU Delegation
2. GoB (Ministry of Finance)
3. GoB (NSDC Secretariat)

মোট ৭টি সেশনে Policy Dialogue Game সম্পন্ন হয়। এ Policy Dialogue Game এ জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ বাস্তবায়নে প্রথম পর্যায় এ্যাকশন প্ল্যানের কপি ইত্যাদি কর্মশালার অনুশীলনের উপকরণরূপে ব্যবহৃত হয়। EU প্রতিনিধি জনাব লরা তার সেশনে কোন দেশের বাজেট প্রবর্তনের পূর্বে সেক্টর পলিসি এ্যাসেসমেন্টের গুরুত্ব উল্লেখ করেন।

Sector Policy → Budget →Expenditure Framework

তাছাড়া কোন দেশ উন্নয়ন সহযোগীদের বাজেট সার্পোটি লাভের পূর্বশর্তরূপে সংশ্লিষ্ট সেক্টরে Policy Dialogue এর প্ল্যান করা জরুরী। তিনি কম্বোডিয়ার শিক্ষা সেক্টরের উন্নয়নে Policy Dialogue এর ভূমিকা নিয়ে তৈরি একটি ভিডিও চিত্র প্রর্দশণ করেন। বাংলাদেশের টিভিইটি সেক্টরের ড্রপ আউট রেটকে তিনি গুরুতর মনে করেন এবং তা প্রতিরোধে সকলকে আরও মনোযোগী হওয়ার উপদেশ দেন।

চিত্র ১৫: ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আয়োজিত Budget Support and Policy Dialogue শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণকারী সরকারি প্রতিনিধিগণ।

সেমিনারের শেষ দিনে অংশগ্রহণকারীদের গ্রুপ ওয়ার্কের উপস্থাপন করা হয় এবং EU প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণকারীদের সার্টিফিকেট বিতরণ করেন। নিম্নে সেমিনারে লব্ধ জ্ঞানের সারসংক্ষেপ উল্লেখ করা হলো-

দক্ষতা উন্নয়ন সংবাদ পরিক্রমা

এনএসডিসি সচিবালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

Budget Support	Policy Dialogue
1. Sector Analysis	**Relationship Skills** • Openness • Understanding other perspective • Trust in Partners • Build Incentive based reward
2.Objectives of EU Support to TVET	**Adaptability** • Flexibility • Opportunity • Patience
3.Choice of EU Support Modality for TVET Sector and possible roadmap	**Focus** • Pragmatism • Firmness • Ownership Process • Leadership
4.Preparation of SRC	**Management** • Meeting management • Exchange moderation • Negotiation management
5.Signature of SRC	
6.Implementation of the SRC Assessment Year-1	
7.Implementation of the SRC Assessment Year-3	

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আয়োজিত Budget Support and Policy Dialogue শীর্ষক ৫ দিনব্যাপি সেমিনারের শেষ দিনে অংশগ্রহণকারী-গণ তাদের মতামত ব্যক্ত করে বলেন এ ধরনের সেমিনার থেকে বিশেষত Policy Dialogue Game এর মাধ্যমে প্রতিটি গ্রুপ সেক্টর এ্যানালাইসিস থেকে শুরু করে স্বাক্ষর করা পর্যন্ত যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তা অতুলনীয়। সেমিনারে অংশগ্রহণকারী সকলে তাদের স্ব স্ব সেক্টরে এ অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করে সভাপতি EU Delegation প্রতিনিধি সেমিনার সমাপ্ত করেন।

ফটো গ্যালারি

চিত্র ১৬: ইন্দোনেশিয়ার একটি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের উড ওর্য়াকশপে সফররত বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল।

প্রধান উপদেষ্টা

জনাব এ বি এম খোরশেদ আলম
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব)

সম্পাদনা পরিষদ

জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম
পরিচালক (উপসচিব)

জনাব নেপাল চন্দ্র কর্মকার
উপপরিচালক (সহযোগী অধ্যাপক)

জনাব মোঃ কামরুজ্জামান
উপপরিচালক

জনাব শুভ্রা রায়
উপপরিচালক (দায়িত্বপ্রাপ্ত)

সম্পাদক

জনাব নাহিদ আখতার শান্তা
গবেষণা কর্মকর্তা

সরকারি, বেসরকারি সংস্থার যেকোন দক্ষতা উন্নয়ন সম্পর্কিত সংবাদ, বিজ্ঞপ্তি, কর্মকান্ড থাকলে তা **'দক্ষতা উন্নয়ন সংবাদ পরিক্রমায়'** প্রকাশের জন্য এনএসডিসি সচিবালয়ের ঠিকানায় যোগাযোগের জন্য সবিনয় অনুরোধ করা হলো। দক্ষতা উন্নয়ন সংবাদ পরিক্রমা প্রতি মাসে এনএসডিসি সচিবালয় থেকে প্রকাশিত হয়।

এনএসডিসি সচিবালয় (২য় তলা), টেলিকম ট্রেনিং সেন্টার, ৪২৩-৪২৮ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা- ১২০৮ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
টেলিফোন নম্বরঃ ৮৮৯১০৯১, ৮৮৯১০৯৩, ৮৮৯১০৯৬, ফ্যাক্সঃ ৮৮৯১০৯২, ইমেইলঃ nsdcsecbd@yahoo.com, ওয়েবসাইটঃ www.nsdc.gov.bd